৭

কার্যকারণ সম্বন্ধ
Substance and Universals

আমরা পূর্বেই জেনেছি, কার্যকারণ সম্বন্ধ অভিজ্ঞতার পূর্বগামী। বস্তুত জ্ঞানের সংহতির পক্ষে কার্যকারণ সম্বন্ধের ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য হলো পরস্পরবিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা বলে যাদের মনে হয় তাদের সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করা। আমরা জ্ঞানের সংহতি রচনা করতে কার্যকারণ সম্পর্ক আগে থেকেই অনুমান করে নেই। সাধারণ মানুষ, বিজ্ঞানী সকলেই এই ধারণা পূর্ব থেকেই স্বীকার করে নেন। এই সম্বন্ধ আছে বলেই জগৎ বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন বস্তুর সমষ্টিমাত্র না হয়ে সুশৃঙ্খল ও সুসংবদ্ধ রূপ নিয়ে আমাদের মননের কাছে ধরা দেয়। বর্তমান ইউনিটে আমরা কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো।

এই ইউনিটে মোট চারটি পাঠ রয়েছে

- কারণ ও শর্ত
  Cause and Condition
- কারণ সম্পর্কীয় মতবাদ ও তার সমালোচনা: সক্রিয়তাবাদ, নিয়মতান্ত্রিক মতবাদ ও নিশ্চয়াত্মক মতবাদ
  Theories of Cause with Criticism: Activity Theory, Regulality Theory and Entailment Theory
- যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব
  Mechanical and Teleological Causation
- কার্যকারণ : আধুনিক মত ও তার মূল্যায়ন
  Causality: Modern Views and It's Evaluation

পাঠ ১

কারণ ও শর্ত
Cause and Condition

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- কারণ ও শর্তের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- কারণ ও শর্তের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা জানি, এ জগতে কোন কার্য কোন কারণ ছাড়া সংঘটিত হয় না। এমন কোন ঘটনা ঘটে না, যার কোন কারণ নেই; অর্থাৎ প্রতিটি কাজেরই কারণ থাকে। দুটি ঘটনার মধ্যে যেটি আগে ঘটে তাকে আমরা কারণ, আর যেটি পরে ঘটে তাকে আমরা কার্য বলি। এই কারণ আবার কতগুলি শর্তের সমাহার। অনেকগুলি শর্ত মিলে একটি কারণ হয়। আমরা এখানে কারণ ও শর্ত নিয়ে আলোচনা করবো।

কারণ (Cause)

আমরা জাগতিক বস্তু ও ঘটনার যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখতে পাই তা বিভিন্ন রকম হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক সাধারণ সংযোগ সম্পর্কমাত্র। যেমন আমরা কাকের যে কাল রং দেখতে পাই তা একটা সাধারণ সংযোগ সম্পর্ক। কারণ কাল রং এর সাথে কাকের এমন কোন সম্পর্ক নেই যে সব কাককে কাল হতেই হবে। আবার আকাশে ধূমকেতু উঠলো, রাজা মারা গেলেন। আকাশের ধূমকেতুর সাথে রাজার মৃত্যুর সম্পর্ক একান্তভাবেই আকস্মিক। আকাশে ধূমকেতু দেখা দেয়া সত্ত্বেও রাজা মারা না গেলে আমরা আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু আগুনের সামনে ঘি রাখলে যদি তা না গলে তবে সত্যিই আশ্চর্য হই। আগুনে হাত দিলাম অথচ হাত পুড়লো না তা কখনই হতে পারে না। আবার বৃষ্টি হয় অথচ মাটি ভিজে না-এমনটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখিনি এবং ভবিষ্যতে দেখব বলেও আশা করি না। এই রকমের ব্যতিক্রমহীন অপরিবর্তনীয় সম্পর্কগুলিকে সাধারণ সম্পর্ক বলা যায় না। এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় কার্যকারণ সম্পর্ক।

দুটি ঘটনার মধ্যে যে ঘটনাটি আগে ঘটে তাকে কারণ এবং যে ঘটনাটি পরে ঘটে তাকে কার্য বলে। অর্থাৎ যে ঘটনাটির জন্য অন্য ঘটনাটি ঘটে তাকে কারণ এবং যেটি ঘটে তাকে কার্য বলে। যেমন বৃষ্টি হলে মাটি ভিজে। এখানে বৃষ্টি কারণ, আর মাটি ভিজা কার্য।

বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনে কার্যকারণ সম্পর্ক

বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকারণ সম্বন্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কখনও কখনও বলা হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞান কার্যকারণ সম্পর্ক স্বীকার করে না । তার অর্থ এই যে, কার্যকারণ সম্পর্ক নিয়ে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মত আধুনিক বিজ্ঞান মানে না। সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞান এক অর্থে কার্যকারণ সম্পর্ক কখনই পরিত্যাগ করতে পারে না। জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করা যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দরকার তেমনি দরকার সাধারণ মানুষের জীবনে। এই অনুমান করা না গেলে বিজ্ঞান ও জীবন উভয়ই অচল। কার্যকারণ সম্পর্ক আর যাই বোঝাক না কেন, তা জ্ঞাত ক্ষেত্রে যা ঘটেছে অজ্ঞাত ক্ষেত্রেও তাই ঘটবে, এমন অনুমান যে করা যায় তা বোঝায়। এরূপ অনুমান করতে না পারলে জীবনে কোন পরিকল্পনাই করা যায় না, বিজ্ঞানে সার্বিকীকরণ (Generalisation) সম্ভব হয় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ক আরোহানুমানের ভিত্তি, আর সাধারণ জীবনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা একমাত্র কার্যকারণ সম্পর্কের সাহায্যেই করা যায়। এই বিশ্বে যে সমস্ত পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই, তার ব্যাখ্যা একমাত্র কারণের সাহায্যেই দেয়া যায়। সুতরাং পরিবর্তনের ব্যাখ্যার জন্যও কারণ আবশ্যক।

শর্ত (Condition)

কারণ কতগুলি শর্তের সমষ্টি

কারণ ছাড়া কার্য হয় না। কিন্তু কারণ কতগুলি শর্তের সমষ্টি। কোন লোক ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। এক্ষেত্রে ছাদ থেকে পড়া ঐ লোকের মৃত্যুর কারণ বলতে আমরা ছাদ থেকে পড়াই বুঝি। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারি, যদি ছাদটি উঁচু না হত, অথবা পড়ার সময় সে যদি সানশেডে আটকে যেত অথবা যেখানে পড়লো সেখানকার মাটি যদি খুব নরম হত কিংবা লোকটির আঘাত যদি গুরুতর না হত, তবে সে নাও মারা যেতে পারত। সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে যেটিকে কারণ বলে মনে হয় সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে সেটিকে কারণ বলা সঙ্গত হয় না। উঁচু ছাদ থেকে পড়া, কোন কিছুতে বাধা না পাওয়া, যে মাটিতে পড়েছে সে মাটি অত্যন্ত কঠিন হওয়া, গুরুতর আঘাত পাওয়া ইত্যাদি শর্তগুলি ছাদ থেকে পড়া লোকটির মৃত্যুর কারণ।

শর্ত নানা রকম হতে পারে। তবে কোন রকমের শর্ত বা শর্তসমষ্টি কারণ আমরা তা এখন আলোচনা করবো।

আবশ্যিক শর্ত (Necessary Condition)

যদি দুটি ঘটনা ক ও খ হয় এবং যদি ক না ঘটে তবে যদি খ না ঘটে, এমন হয় তবে ক, খ এর আবশ্যিক শর্ত। তবে ক ঘটলেও খ নাও ঘটতে পারে। যেমন, আগুন জ্বলা ধোঁয়া হওয়ার আবশ্যিক শর্ত। কারণ আগুন না জ্বললে ধোঁয়া হয় না, তবে আগুন জ্বললেও ধোঁয়া নাও হতে

পারে। একই ঘটনার একাধিক আবশ্যিক শর্ত থাকতে পারে। যেমন ধোঁয়া তৈরির একটি আবশ্যিক শর্ত আগুন জ্বলা, আর একটি ভিজে জ্বালানি।

পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient Condition)

যদি ক ও খ এই দুটি ঘটনা এমন হয় যে, ক ঘটলে খও ঘটে, আবার ক না ঘটলেও খ ঘটে, তবে ক, খ এর পর্যাপ্ত শর্ত । যেমন দুর্ঘটনা মৃত্যুর পর্যাপ্ত শর্ত। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হতে পারে, আবার দুর্ঘটনা না হলেও মৃত্যু হতে পারে। যেমন রোগভোগেও মৃত্যু হতে পারে। একই ঘটনার একাধিক পর্যাপ্ত শর্ত থাকতে পারে। যেমন মৃত্যুর একটি পর্যাপ্ত শর্ত দুর্ঘটনা, একটি রোগভোগ, আর একটি বার্ধক্য।

পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত (Sufficient and Necessary Condition)

যদি দুটি ঘটনা ক ও খ এমন হয় যে, যদি ক ঘটে তবে খ ঘটে এবং যদি ক না ঘটে তবে খও ঘটে না, তবে ক খ এর পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত। ভিজা জ্বালানিতে আগুন লাগানো ধোঁয়া হওয়ার পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত। ভিজা জ্বালানিতে আগুন দিলেই ধোঁয়া হয়, না দিলে ধোঁয়া হয় না।

অনেক সময় কারণ বলতে আবশ্যিক শর্তকে বোঝায়। আবার অনেক সময় কারণ বলতে পর্যাপ্ত শর্তকে বোঝায়। তবে কারণ বলতে যদি আবশ্যিক শর্তকে বোঝান হয়, তাহলে কার্য থেকে কারণে যাওয়া যায়, কিন্তু কারণ থেকে কার্যে যাওয়া যায় না। আবার কারণ বলতে যদি পর্যাপ্ত শর্তকে বোঝান হয়, তবে কারণ থেকে কার্যে যাওয়া যায়, কিন্তু কার্য থেকে কারণে যাওয়া যায় না। কিন্তু কারণ বলতে যখন পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্তকে বোঝান হয়, তখন কারণ থেকে কার্যে এবং কার্য থেকে কারণে যাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে কারণ বলতে কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনাকে বোঝায় এবং কার্য বলতে কারণের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাকে বোঝায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি কারণ হলো কার্যের অব্যবহিত পূর্ববতী পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত বা শর্তের সমষ্টি। আর শর্ত হলো কারণের অংশবিশেষ।

সারাংশ

কারণ হলো কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত বা শর্তের সমষ্টি। কার্য হলো কারণের শর্তহীন অপরিবর্তনীয় অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা। শর্ত হলো কারণের অংশবিশেষ। শর্ত নানা রকমের হতে পারে। তবে আবশ্যিক শর্ত, পর্যাপ্ত শর্ত ও পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত বা শর্তসমষ্টি কারণ হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কারণের সংজ্ঞা দিন। "কারণ কতগুলি শর্তের সমষ্টি"– ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। আবশ্যিক শর্ত কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্কের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। কারণ হলো

(অ) পূর্ববর্তী ঘটনা (আ) পরবর্তী ঘটনা

(ই) অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত বা শর্তের সমষ্টি

(ঈ) পূর্ববর্তী শর্ত

২। দুটি ঘটনার মধ্যে যদি এমন সম্পর্ক থাকে যে একটি না ঘটলে অন্যটি ঘটে না তাহলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির

(অ) শর্ত বলে (আ) আবশ্যিক শর্ত বলে

(ই) পর্যাপ্ত শর্ত বলে (ঈ) কার্য বলে

৩। যে শর্ত একাই একটি কাজ ঘটাতে পারে তাকে বলে

(অ) আবশ্যিক শর্ত (আ) পর্যাপ্ত শর্ত

(ই) সাধারণ শর্ত (ঈ) শর্ত

৪। কোন ঘটনার শর্তহীন, অপরিবর্তনীয়, অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাকে বলে

(অ) কার্য (আ) কারণ

(ই) কার্যকারণ সম্পর্ক (ঈ) শর্ত

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

২। শর্ত হলো কারণের সমষ্টি।

৩। কতগুলি শর্ত মিলে হয় কার্য।

৪। যখন একটি শর্ত একাই একটি কার্য ঘটাতে পারে তখন তাকে পর্যাপ্ত শর্ত বলে।

সঠিক উত্তর

১। (ই) অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত বা শর্তের সমষ্টি ২। (আ) আবশ্যিক শর্ত বলে ৩। (আ) পর্যাপ্ত শর্ত ৪। (অ) কার্য

১। স ২। মি ৩। মি ৪। স

পাঠ ২

কারণ সম্পর্কীয় মতবাদ ও তার সমালোচনা : সক্রিয়তাবাদ, নিয়মতান্ত্রিক মতবাদ ও নিশ্চয়াত্মক মতবাদ

Theories of Cause With Criticism: Activity Theory, Regularity Theory and Entailment Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সক্রিয়তা মতবাদ, নিয়মতান্ত্রিক মতবাদ ও নিশ্চয়াত্মক মতবাদের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- উল্লিখিত মতবাদগুলির দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

কারণের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কারণের স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণ লোক এক ধরনের মতবাদ পোষণ করেন, বুদ্ধিবাদীরা এক ধরনের মতবাদ পোষণ করেন, আবার অভিজ্ঞতাবাদীরা আরেক ধরনের মতবাদ পোষণ করেন। এ ছাড়াও কারণ সম্পর্কে নানা রকমের মতবাদ রয়েছে। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে যে মতবাদগুলি উল্লেখযোগ্য তার মধ্য থেকে তিনটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করবো।

সক্রিয়তাবাদ (Activity Theory)

সাধারণ লোক কারণ বলতে শক্তি (power) বোঝে, যা সক্রিয়ভাবে কোন নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন করে। কোন বস্তু যখন নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা অন্যের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করে অর্থাৎ কার্য উৎপাদন করে তখন প্রথম বস্তুটিকে উৎপন্ন বস্তুটির কারণ বলে গণ্য করা হয়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যখন কোন কাজ করি তখন আমাদের শক্তির ব্যবহার করতে হয়। নিষ্ক্রিয়ভাবে চুপচাপ বসে থাকলে কোন কাজই হয় না। তেমনি সাধারণ লোক মনে করেন, বাইরের জগতেও কার্য উৎপন্ন করতে শক্তির দরকার হয়। সুতরাং শক্তিই কারণ। কার্যকারণের মধ্যে একটা নিশ্চয়াত্মক ও অনিবার্য (universal and necessary) সম্পর্ক রয়েছে। একটি বিশেষ কারণ সব সময়ই একটি বিশেষ কার্য উৎপাদন করে। যেমন মোম আগুনে দিলে গলবেই, জমবে না।

দার্শনিকদের মধ্যে লক, বার্কলি প্রমুখ শক্তিকেই কারণ বলে মনে করেন। লক জড় বস্তুকে প্রাথমিক কারণ, মন বা আত্মাকে আত্যন্তিক কারণ এবং পরম সত্তাকে চূড়ান্ত কারণ বলে মনে করেন। আর বার্কলি ব্যক্তি ব্যবহারের নিমিত্ত কারণরূপে জীবাত্মা এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনার

নিমিত্ত কারণরূপে পরম সত্তাকে স্বীকার করেন। বিজ্ঞানীদের মতেও কারণ ও কার্য উভয়ই শক্তি। কারণ শক্তি কার্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সমালোচনা

(১) কারণ সম্বন্ধে সক্রিয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমাদের কার্যের কারণ শক্তি বলে উপলব্ধি করলেও সব সময়ই কারণ শক্তি হবে, এমন মনে করার ভিত্তি নেই। সাদৃশ্যানুমান যদি ভিত্তি হয় তবে সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না, কারণ সাদৃশ্যানুমান কিছুই প্রমাণ করতে পারে না।

(২) এই মতবাদ জড় বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারলেও জড়দেহ ও চেতন মনের কার্যকারণ সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। জড়শক্তি কিভাবে মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাও এই মতবাদ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

নিয়মতান্ত্রিক মতবাদ (Regularity Theory)

অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, অভিজ্ঞতাই হলো জ্ঞান লাভের একমাত্র পথ। বাহ্য প্রত্যক্ষ ও অন্তঃপ্রত্যক্ষ-এ দুইয়ের সাহায্যে আমরা জ্ঞানলাভ করি। অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, কি বাহ্য প্রত্যক্ষ, কি অন্তঃপ্রত্যক্ষ, কোনটির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না যে, কারণ হলো শক্তিবিশেষ, যা কার্য উৎপন্ন করে। আবার কার্যকারণ সম্পর্ককে একটি সার্বিক ও অনিবার্য (universal and necessary) সম্বন্ধ রূপেই গণ্য করা হয় অর্থাৎ এই সম্বন্ধ যে অতীতেই সত্য হয়েছে তা নয়, ভবিষ্যতেও সত্য হবে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে, এ সম্বন্ধ সার্বিক ও অনিবার্য নয় এবং অতীতে সত্য হয়েছে বলে ভবিষ্যতেও সত্য হবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ আমরা অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই পাই না যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায়। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মধ্যে কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে হিউমের মতবাদই উল্লেখযোগ্য। আমরা এখন তাঁর মতবাদ আলোচনা করবো।

হিউমের মতে, যা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না তার অস্তিত্ব আছে বলা যায় না। অভিজ্ঞতায় আমরা ঘটনার পারম্পর্য সম্বন্ধ (relation of succession) এবং সহ-অবস্থান (co-existence) প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু অনিবার্য সম্পর্ক (necessary connection) প্রত্যক্ষ করি না। উদাহরণস্বরূপ, 'বিষ পানে মৃত্যু ঘটে'। সাধারণ দৃষ্টিতে বিষ পান ও মৃত্যুর মধ্যে এক অনিবার্য সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ বিষ পানে মৃত্যু অতীতেও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। কিন্তু হিউম বলেন, বিষপান ও মৃত্যু-এই দুটি ঘটনার মধ্যে একটি পূর্বাপর সম্পর্কমাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি, কোন অনিবার্য সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করি না। সুতরাং ভবিষ্যতেও বিষ খেলে যে মৃত্যু হবেই-একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। দুটি ঘটনার মধ্যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা হলো পরম্পরতার অর্থাৎ কালগত সম্বন্ধ (time relation)। বিষের কোন শক্তির দ্বারা মৃত্যু ঘটেছে এমন কোন জ্ঞান আমরা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে পাই না। এভাবে হিউম কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত দুটি ঘটনার মধ্যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক স্বীকার করেন না। হিউমের মতে, এটা আমাদের মানসিক অভ্যাস। প্রকৃতপক্ষে কারণ হলো নিয়ত অপরিবর্তিত পূর্ববর্তী ঘটনা, আর কার্য হলো নিয়ত অপরিবর্তিত

পরবর্তী ঘটনা। কারণ ও কার্য দুটি স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা। অভ্যাসপ্রসূত প্রত্যাশা থেকেই কার্য কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধের ধারণার উৎপত্তি।

সমালোচনা

(১) অনেক ক্ষেত্রে দুটি ঘটনার মধ্যে সংযোগ লক্ষ্য করা গেলেও বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না যে, তাদের একটি অপরটির কারণ। যেমন রাত ও দিন।

(২) অনেক কার্যকারণ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ঘটনার সতত সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। যেমন মশলা জাতীয় খাদ্য খেলে পেটে ঘা হয়, কিন্তু মশলা জাতীয় খাদ্য খেয়ে সব সময় পেটে ঘা হয় না।

নিশ্চয়াত্মক মতবাদ (Entailment Theory)

শুদ্ধ অবরোহানুমানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আশ্রয়বাক্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। আশ্রয় বাক্যের সাথে সিদ্ধান্তের সম্বন্ধকে আমরা নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ বলি। এই নিশ্চয়াত্মকতা যুক্তিবিজ্ঞানের নিশ্চয়াত্মকতা (logical necessity) নামে পরিচিত। এ মতবাদ অনুসারে, কারণের সাথে কার্যের সম্বন্ধ যুক্তিবিজ্ঞানের নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধের অনুরূপ। এ মতবাদ নিশ্চয়াত্মক মতবাদ নামে পরিচিত। ডেকার্ট, স্পিনোজা প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ এই মতবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে, কার্য ও কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ বর্তমান। অর্থাৎ যখন আমরা বলি, বিষ পান মৃত্যুর কারণ, তখন তার অর্থ শুধুমাত্র এই নয় যে, মৃত্যু নামক ঘটনা বিষ পান নামক ঘটনাকে নিয়ত অনুসরণ করে; উভয় ঘটনার মধ্যে শুধুমাত্র পারম্পর্যের সম্বন্ধ বর্তমান। বিষ পান মৃত্যুর কারণ, একথা বলা হলে বুঝে নিতে হবে যে, বিষ পান ও মৃত্যু এই দুই ঘটনার মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ বর্তমান। অর্থাৎ বিষ পান করলে অবশ্যই মৃত্যু ঘটবে। বিষ পানে মৃত্যু ঘটার কারণ বিষ পানের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

ব্রড (Broad), ব্লানসারড্ (Blanshard) ও ইউয়িং (Ewing)-এর নাম এই মতবাদের সাথে বিশেষভাবে যুক্ত। ইউয়িং এই মতবাদের সমর্থনে দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেন :

১। আমরা কারণ থেকে কার্য বৈধভাবে অনুমান করতে পারি। কিন্তু কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রসক্তি বা অনিবার্য সম্বন্ধ না থাকলে এরূপ অনুমান করা সম্ভব হতো কি? ইউয়িং বলেন, অবরোহ যুক্তিতে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে অনিবার্য সম্পর্ক বর্তমান, এ সম্বন্ধ ঠিক তা নয়। কিন্তু কার্য ও কারণের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা অবশ্যই অনিবার্য সম্বন্ধের মত হবে। কারণ তা না হলে কারণ থেকে কার্য অনুমান করা যেত না।

২। কার্যকারণ সম্পর্ক যদি শুধুমাত্র দুটি ঘটনার নিয়ত সংযোগ বোঝায়, তাহলে 'ক' খ এর কারণ বলা হলে এই নিয়ত সংযোগের অর্থাৎ কেন 'খ' নিয়ত 'ক'কে অনুসরণ করবে, তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে যদি 'ক'এর মধ্যে 'খ'এর কারণ নিহিত থাকে। কিন্তু ক 'খ'এর কারণ কিভাবে হতে পারে যদি 'ক'এর প্রকৃতি (nature)র মধ্যে 'খ' নিহিত না থাকে? সে কারণে 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধ বর্তমান বা অন্ততঃপক্ষে সেই সম্বন্ধ যৌক্তিক নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধের অনুরূপ, এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই করতে হয়।

সমালোচনা

(১) কার্যকারণ সম্পর্কবিষয়ক বচন-যেমন, 'বিষ পান হয় মৃত্যুর কারণ' হলো সংশ্লেষক বচন। কিন্তু নিশ্চয়াত্মকবাদীরা মনে করেন যে, বিষ পান ও মৃত্যুর মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ বর্তমান। মৃত্যুর কারণ বিষ পানে নিহিত। যদি তাই হয় তাহলে এই বচনকে বিশ্লেষক গণ্য না করে সংশ্লেষক গণ্য করার কারণ কি তা তাঁরা বলতে পারেননি।

(২) নিশ্চয়াত্মকবাদীরা স্বীকার করেন যে, কারণ ও কার্যের মধ্যে সম্বন্ধ যুক্তিবিদ্যার হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধের অনুরূপ। কিন্তু দুটির মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলা হলেই কার্যকারণের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক সম্বন্ধের যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

সারাংশ

সক্রিয়তাবাদ অনুসারে কারণ হলো শক্তি। এই মতানুসারে কার্য ও কারণরূপ দুটি ঘটনার মধ্যে প্রথম ঘটনাটি নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়ে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটায়, এজন্য প্রথম ঘটনাটিকে কারণ ও দ্বিতীয় ঘটনাটিকে কার্য বলা হয়। এদের মধ্যে নিশ্চয়াত্মক ও অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান। লক, বার্কলি প্রমুখ এই মতবাদের অনুসারী।

নিয়মতান্ত্রিকবাদীদের মতে, অভিজ্ঞতায় এমন কিছু পাওয়া যায় না যা প্রমাণ করে কারণ একটি শক্তিবিশেষ এবং কার্যকারণ সম্পর্ক সার্বিক ও অনিবার্য। তাঁদের মতে, অভিজ্ঞতায় আমরা এমন কিছুই পাই না যার সাহায্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। সুতরাং একটি ঘটনা (কারণ) সব সময়ই যে অনুরূপ কার্য ঘটাবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাঁদের মতে, কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু আমরা অভ্যাসবশত এই ধারণা করে থাকি। কার্য ও কারণ সম্পূর্ণভাবে দুটি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ঘটনা।

নিশ্চয়াত্মক মতবাদ অনুসারে, কার্য ও কারণের মধ্যে একটি অনিবার্য সম্পর্ক বর্তমান। এই সম্পর্ক যুক্তিবিদ্যায় আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে অনিবার্য সম্পর্ক তার অনুরূপ। কারণের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অনিবার্যভাবে কার্যকে সংঘটিত করে। তাই আমরা সব সময় একই কারণ থেকে একই কার্য সংঘটিত হতে দেখি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কারণ সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে সক্রিয়তাবাদ, নিয়মতান্ত্রিক মতবাদ ও নিশ্চয়াত্মক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। কারণ সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে নিয়মতান্ত্রিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

২। কারণ সম্পর্কীয় মতবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে ইউয়িং-এর যুক্তি দুটি উপস্থাপন করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন

১। সক্রিয়তাবাদের সমর্থক হলেন
(অ) লক, বার্কলি (আ) হিউম, কান্ট
(ই) ডেকার্ট, স্পিনোজা (ঈ) ব্রড, ব্লানসারড্

২। নিয়মতান্ত্রিক মতবাদের অন্যতম দার্শনিক হলেন
(অ) বার্কলি (আ) কান্ট
(ই) প্লেটো (ঈ) হিউম

৩। কারণকে শক্তি বলে গণ্য করে
(অ) সক্রিয়তাবাদ (আ) নিয়মতান্ত্রিকবাদ
(ই) নিশ্চয়াত্মক মতবাদ (ঈ) উপরের সবগুলো মতবাদ

৪। নিশ্চয়াত্মক মতবাদের ক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য যুক্তি প্রদান করেন
(অ) ডেকার্ট (আ) স্পিনোজা
(ই) ব্রড (ঈ) ইউয়িং

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। সাধারণ লোকের মতো বিজ্ঞানীরাও কারণকে শক্তি বলে মনে করেন।
২। হিউমের মতো ডেকার্টও কার্যকারণ সম্পর্কের অনিবার্যতা অস্বীকার করেন।
৩। নিয়মতান্ত্রিক মতবাদের অনুসারীরা মূলত বুদ্ধিবাদী।
৪। নিশ্চয়াত্মক মতবাদ অনুসারে, কারণ অনিবার্যভাবে কার্য সংঘটিত করে।

সঠিক উত্তর

১। (অ) লক, বার্কলি ২। (ঈ) হিউম ৩। (অ) সক্রিয়তাবাদ ৪। (ঈ) ইউয়িং
১। স ২। মি ৩। মি ৪। স

পাঠ ৩

যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব
Mechanical and Teleological Causation

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্বের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।

ভূমিকা

যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্বের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে, প্রতিটি কার্য সব সময়ই তার পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে, কার্যের উদ্দেশ্যই কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা এখন এই দুটি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করবো।

যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব (Mechanical Causation)

প্রতিটি কার্য পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা সংঘটিত হয়

যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে, প্রতিটি ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রই যান্ত্রিক মতবাদের প্রকৃত উদাহরণ। যন্ত্রের প্রত্যেকটি অংশের কাজ পূর্ববর্তী অন্য আর একটি অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হাতল ঘোরালেই ইঞ্জিন চলতে থাকে, কিন্তু হাতল না ঘোরালে ইঞ্জিন চলে না। শুধু তাই নয়। প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রের প্রত্যেক আবর্তন পূর্ববর্তী আর এক আবর্তনের পরই সংঘটিত হয়। যান্ত্রিক কার্যের মধ্যে একটা অন্ধ অনিবার্যতা (blind necessity) আছে। যান্ত্রিক কার্যের বেলায় কারণ থাকলেই অতি অবশ্য কার্য সংঘটিত হয়। যন্ত্র একবার চালু করে দিলে বন্ধ না করা পর্যন্ত চলবেই। যান্ত্রিক কার্যে কোন বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণ বা উদ্দেশ্যের স্থান নেই। যান্ত্রিকভাবেই সব কিছু সংঘটিত হয়।

যান্ত্রিক কার্যকারণের বৈশিষ্ট্য

যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্বের আমরা দুটি বৈশিষ্ট্য পাই :

১। প্রতিটি ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ কারণ হলো এমন একটি পূর্ববর্তী ঘটনা, যা কার্য বা পরবর্তী ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যন্ত্র নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে পারে না, বাইরের শক্তি যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে।

২। যান্ত্রিক কাজের পেছনে উদ্দেশ্য বা বুদ্ধির কোন স্থান নেই। এই মতবাদ অনুসারে, কারণ অন্ধভাবে কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। যন্ত্রের কাজের মধ্যে উদ্দেশ্য বা বুদ্ধির পরিবর্তে অন্ধ অনিবার্যতা রয়েছে।

উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব (Teleological Causation)

প্রতিটি কার্য উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়

উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে, কোন কার্য কোন পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, ভবিষ্যতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ কোন ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যই কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন কোন মানুষ কঠিন পরিশ্রম করে তখন বিশেষ একটি উদ্দেশ্য তাকে এই পরিশ্রম করায়। এই উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যৎ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া -এটি পূর্ববর্তী ঘটনা নয়, এটি ভবিষ্যৎ ঘটনা, যা তার বর্তমান কাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ অন্ধ যন্ত্রের মতো কাজ করে চলে না, তার উদ্দেশ্যই তার কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। জড় বস্তুর পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে, কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। একটি পাথরকে না নাড়ালে সেটি স্থির হয়ে এক জায়গায়ই থাকে, কিন্তু একটি পোকাকে চলার পথে বাধা দিলে সেটি কোন পথে কিভাবে চলবে তা বলা সহজ নয়। জড়বস্তু বাইরের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, কিন্তু প্রাণী তার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্দীপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণে অন্ধতার কোন স্থান নেই।

উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণের বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্বের আমরা দুটি বৈশিষ্ট্য পাই :

১। প্রতিটি ঘটনা (কার্য) ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এখানে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।

২। প্রতিটি কার্য প্রাণীর অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্দীপনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব ও জড়বাদ

উপরোক্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে জড়বাদী ও ভাববাদী দার্শনিকগণ বস্তুজগতের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। জড়বাদীরা অর্থাৎ যারা যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদের মতে, জগতের সব কিছুই যান্ত্রিকভাবে ঘটে। এখানে উদ্দেশ্য বা আদর্শের কোন স্থান নেই। জড় থেকেই যান্ত্রিকভাবে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে; আর জীবন যান্ত্রিকভাবেই মনের সৃষ্টি করেছে। জগতে যা কিছু ঘটছে তা যান্ত্রিক নিয়মেই ঘটে চলেছে, তার মধ্যে এমন এক অনিবার্যতা রয়েছে যে, অন্যরকম ঘটনা ঘটা কোন মতেই সম্ভব নয়। জগতে যে বিচিত্র ঘটনা ঘটছে তা যান্ত্রিকভাবেই ঘটছে। বিশ্ব জুড়ে নির্বোধ জড়ের যান্ত্রিক খেলা চলছে। এখানে চৈতন্যের বিশেষ কোন প্রভাব নেই।

উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব ও ভাববাদ

ভাববাদী দার্শনিকরা উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, এ জগতের পেছনে এক পরম চেতন সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে এবং এই বিশ্বজগৎ সেই পরম সত্তা থেকে উদ্ভূত। এই বিশ্বজগৎ সেই সত্তারই প্রকাশমাত্র। জগতে সৃষ্টি, বৈচিত্র্য ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরম সত্তা

নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। তিনি অসীম ও অনন্ত, কিন্তু সীমিত ও খন্ডের মধ্য দিয়েই তাঁর প্রকাশ। জগতের ঐক্য, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ইত্যাদি প্রমাণ করে যে, জগতের মূলে এক বিরাট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে। জীব পরম সত্তা বা এক অসীম অনন্ত চৈতন্য সত্তার প্রতিরূপ, সে কারণে জীবের কার্য উদ্দেশ্যমূলক।

মূল্যায়ন

যান্ত্রিক নিয়মের দ্বারা জীবের কাজকে ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবের এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা যন্ত্রের নেই। সে কারণে জীবের কার্য যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব দ্বারা সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যেমন জীবের আত্মসংরক্ষণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিকাশের ক্ষমতা আছে। বাইরের পরিবেশের সাথে কখনও সংগ্রাম করে, কখনও সামঞ্জস্য বিধান করে এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করে জীব আত্মরক্ষা করে। স্বাধীন গতি, স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়াশীলতা, প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য জীবের বৈশিষ্ট্য। জীবের আত্মসংস্কারের ক্ষমতা আছে। জীব স্বনিয়ন্ত্রিত। এ সব কারণে যান্ত্রিক কার্যকারণ দিয়ে জীবের কার্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। উদ্দেশ্যমূলক মতবাদ অনুসারে, জড়, প্রাণ ও মন হলো ভিন্ন ভিন্ন সত্তা এবং বিবর্তনের এক একটি বিশেষ স্তরে এদের আবির্ভাব।

উপসংহার

বিভিন্ন সত্তার কোন এক স্তরে যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব উপযোগী হতে পারে, অন্য স্তরে আবার নাও হতে পারে। যেমন জড়-জগতের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্ভব, কিন্তু প্রাণী এবং মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। উদ্দেশ্য বলতে আবার অনেক সময় অচেতন উদ্দেশ্য বুঝায়। যেমন কাপড় উৎপাদনে যে যন্ত্র অর্থাৎ কাপড়ের কল, এর কাজ যান্ত্রিক; কিন্তু এই কাজেরও উদ্দেশ্য আছে এবং তা হলো কাপড় উৎপাদন করা। তবে কাপড়ের কল এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন নয় অর্থাৎ তার উদ্দেশ্য হলো অচেতন উদ্দেশ্য। এই দিক দিয়ে যান্ত্রিক কার্যকারণ ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাছাড়া বিশ্বজগতের ব্যাখ্যায় উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব যেমন প্রয়োজন যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্বও তেমনি প্রয়োজন। উভয়ের সহযোগিতায় জগতের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব।

সারাংশ

যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে, জগতের প্রতিটি ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যান্ত্রিক কাজের পেছনে কোন উদ্দেশ্য বা বুদ্ধির স্থান নেই, আছে অন্ধ অনিবার্যতা। উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে, কোন ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যই কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। জড়বাদীরা যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে জগতের ব্যাখ্যা দেন আর ভাববাদীরা উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে জগতের ব্যাখ্যা দেন।

জড়বাদীদের মতে, জগতের প্রতিটি ঘটনাই তার পূর্ববর্তী ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জগতের কোন ঘটনাই স্বাধীনভাবে ঘটে না। এখানে উদ্দেশ্য বা আদর্শের কোন স্থান নেই, যান্ত্রিকভাবেই জড় থেকে জীব, জীব থেকে মনের উৎপত্তি হয়। জগতের সব কিছুই যান্ত্রিক নিয়মেই ঘটে। ভাববাদীদের মতে, জগতের পেছনে একজন পরম সত্তা আছেন, যার ইচ্ছায় জগতের সমস্ত

কার্য পরিচালিত হয়। তিনি সর্বশক্তিমান। জীব পরম সত্তার প্রতিরূপ হওয়ায় জীবের কার্য উদ্দেশ্যমূলক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। জড়বাদীরা কিভাবে জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেন? সংক্ষেপে তাদের মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

২। উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। কার্যকারণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন

(অ) জড়বাদীগণ (আ) ভাববাদীগণ

(ই) স্বজ্ঞাবাদীগণ (ঈ) উপরের সকলে

২। বিশ্বজগতের ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় ভাববাদীরা

(অ) যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী (আ) উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী

(ই) স্বজ্ঞাবাদে বিশ্বাসী (ঈ) কোন মতবাদেই বিশ্বাসী নয়

৩। যান্ত্রিক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে

(অ) জগতের প্রতিটি ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(আ) জগতের প্রতিটি ঘটনা পরবর্তী ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(ই) জগতের প্রতিটি ঘটনা ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ।

(ঈ) জগতের প্রতিটি ঘটনা অতীত উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৪। উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে জগতের পেছনে

(অ) এক পরমসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। (আ) জড়বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে।

(ই) জড় ও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। (ঈ) জড় ও পরমসত্তার অস্তিত্ব রয়েছে।

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। যান্ত্রিক কাজের পিছনে বুদ্ধির পরিবর্তে রয়েছে অন্ধ অনিবার্যতা।

২। জীব বাইরের শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৩। উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্ব অনুসারে, জগতের প্রতিটি কার্য অতীত উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৪। জড়বাদীদের মতে, জগতের মূলে রয়েছে এক পরম সত্তার ইচ্ছা।

সঠিক উত্তর

১। (ই) স্বজ্ঞাবাদীগণ ২। (আ) উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণ তত্ত্বে বিশ্বাসী ৩। (অ) জগতের প্রতিটি ঘটনা পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ৪। (অ) এক পরম সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে।

১। স ২। মি ৩। মি ৪। মি

পাঠ ৪

কার্যকারণ : আধুনিক মত ও তার মূল্যায়ন
Causality : Modern Views and It's Evaluation

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- আধুনিক দার্শনিকদের কার্যকারণ সম্পর্কীয় মত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আধুনিক দার্শনিকদের কার্যকারণ সম্পর্কীয় মতসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

কতিপয় আধুনিক দার্শনিক কার্যকারণ তত্ত্ব নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। এদের অধিকাংশ আলোচনাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাঁরা হিউম ও কান্টের মতবাদের সমালোচনা করে তাঁদের নিজস্ব মতবাদ প্রদান করেন। এই সমস্ত দার্শনিকদের মধ্যে হোয়াইটহেড, আলেকজান্ডার, রাসেল, ব্রাডলি অন্যতম। আমরা এখানে তাঁদের মতসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

হোয়াইটহেডের মতে কার্যকারণ তত্ত্ব

হোয়াইটহেড হিউম ও কান্টের কার্যকারণ তত্ত্বের সমালোচনা করে তাঁর নিজের মতবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, তাঁরা উভয়েই প্রকৃতিকে খন্ড খন্ড করে দেখেছেন, তাই অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার মধ্যে প্রকৃত কোন কার্যকারণ তত্ত্বের সন্ধান পাননি। হিউম পরস্পরবিচ্ছিন্ন খন্ড খন্ড সংবেদনকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেছেন। আর কান্টের মতে, কার্যকারণ সম্বন্ধের যে অনিবার্যতা সেটি আসে বিষয় থেকে নয়, আমাদের মন থেকে।

হোয়াইটহেডের মতে, সত্তার বৈশিষ্ট্য হলো ক্রমিক গতি (Process) এবং এই গতি পথে প্রতিটি বস্তুই প্রতিটি বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত। কার্যকারণ সম্বন্ধ হলো বস্তুগত সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ দুটি ঘটনার মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি-পূর্ববর্তী ঘটনা হলো কারণ এবং অনুবর্তী ঘটনা হলো কার্য। কার্য ও কারণের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কার্যকারণ দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

আলেকজান্ডারের মতে কার্যকারণ তত্ত্ব

আলেকজান্ডার সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে কার্যকারণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, কারণ বস্তুর আকারবিশেষ। তাঁর মতে, গতিই (Motion) হলো পরম সত্তা, গতিই হলো দেশ-কাল। বস্তু দেশ-কাল বা গতির এক জটিল সংগঠন (Complex)। প্রত্যেক বস্তুর দুটি দিক আছে, একটি স্থিতির দিক, আর একটি গতির দিক। বস্তু যখন স্থির থাকে তখন তাকে বলা হয় 'দ্রব্য', আর যখন গতির মধ্যে থাকে তখন তাকে বলা হয় কারণ।

রাসেলের মতে কার্যকারণ তত্ত্ব

কার্যকারণ সম্পর্ক পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া কিছুই নয়। কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ কেবলমাত্র পরিমাণগত পারস্পরিক সম্পর্ক (quantitative co-relation)। কারণ কার্যকে নিশ্চিতভাবে উৎপন্ন করে-এমন নিশ্চয়তা কার্যকারণ সম্পর্কের মধ্যে নেই।

ব্রাডলির মতে কার্যকারণ তত্ত্ব

ব্রাডলির মতে, কার্যকারণ সম্পর্ক এমন এক সম্পর্ক যা প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। কারণ যদি কার্যের সাথে অবিচ্ছিন্ন হয় তাহলে কার্য ও কারণের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার কারণ কার্যের সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে না। কার্য উৎপন্ন করার জন্য কারণকে অপরের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু কারণের কার্য উৎপন্ন করার জন্য যদি এই তৃতীয় বিষয়টির প্রয়োজন হয় তাহলে তৃতীয় বিষয়টিরও একটি চতুর্থ বিষয়ের প্রয়োজন হবে। এভাবে অনবস্থা দোষের (infinite regress) উদ্ভব হবে। সুতরাং কারণের মধ্যে আত্মবিরোধ রয়েছে।

সমালোচনা

(১) হোয়াইটহেড কার্যকারণ সম্পর্ককে অনিবার্য সম্পর্ক হিসেবে স্বীকার করে সম্পর্কের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। আলেকজান্ডার ও রাসেল কার্যকারণ সম্পর্ককে অনিবার্য সম্পর্করূপে স্বীকার করে নেননি। কিন্তু হিউমের মতবাদের সমালোচনা করার সময় আমরা দেখেছি যে, কার্যকারণ সম্পর্ক অনিবার্য সম্পর্ক।

(২) ব্রাডলির মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তিনি মনে করেন যে, কার্যকারণ হলো দুটি পদ। কার্যকারণ হলো সম্পর্ক, একে পদরূপে গণ্য করলে অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হবে। স্টেবিং (Stebbing) এ বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেন, কার্যকারণ সম্বন্ধটি দুটি পদ, এটি সম্বন্ধ নয় বরং সম্বন্ধযুক্ত দুটি পদ। দুটি ঘটনা স্বতন্ত্র হয়েও কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত হয়, যেহেতু এভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া তাদের ধর্ম। সুতরাং কার্যকারণ সম্পর্কের পক্ষে দুটি ঘটনাকে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত করার পথে কোন বাধা নেই।

সারাংশ

কার্যকারণ তত্ত্ব সম্বন্ধে যারা আধুনিক মতবাদ প্রদান করেছেন তাঁদের মধ্যে হোয়াইটহেড, আলেকজান্ডার, রাসেল, ব্রাডলি উল্লেখযোগ্য।

(১) হোয়াইটহেডের মতে, কার্যকারণ সম্বন্ধ হলো বস্তুগত সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ দুটি ঘটনার মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি-পূর্ববর্তী ঘটনাকে বলা হয় কারণ এবং অনুবর্তী ঘটনাকে বলা হয় কার্য। কার্যকারণের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

(২) আলেকজান্ডারের মতে, কারণ বস্তুর আকারবিশেষ। তাঁর মতে, গতিই হলো পরম সত্তা, গতিই হলো দেশ-কাল। বস্তু দেশ-কাল বা গতির এক জটিল সংগঠন (complex)। প্রত্যেক বস্তুর দুটি দিক আছে, একটি স্থির দিক, আর একটি গতিয়মান দিক। বস্তুর গতিয়মান দিককে বলা হয় কারণ।

(৩) রাসেলের মতে, কার্যকারণ সম্পর্ক পারস্পরিক সম্পর্ক ছাড়া কিছুই নয়। কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ কেবলমাত্র পরিমাণগত পারস্পরিক সম্পর্ক।

(৪) ব্রাডলির মতে, কার্যকারণ সম্পর্ক এমন এক সম্পর্ক যা প্রকৃতপক্ষে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক দার্শনিকদের মতবাদ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। হোয়াইটহেডের কার্যকারণ সম্পর্কীয় মত ব্যাখ্যা করুন।

২। ব্রাডলির কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কীয় ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। বস্তুর গতিয়মান দিককে বলা হয় কারণ -এ কথা বলেন

(অ) হোয়াইটহেড (আ) আলেকজান্ডার

(ই) রাসেল (ঈ) ব্রাডলি

২। কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ প্রদান করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

(অ) হোয়াইটহেড, আলেকজান্ডার, রাসেল, ব্রাডলি

(আ) কান্ট, হিউম, ব্রাডলি

(ই) এয়ার, মিল, কান্ট (ঈ) হেগেল, রাসেল, মিল

৩। হোয়াইটহেডের মতে, কার্যকারণ সম্বন্ধ হলো

(অ) বাহ্যিক (আ) মানসিক

(ই) আত্মিক (ঈ) বস্তুগত

৪। রাসেলের মতে কার্যকারণ সম্বন্ধ হলো

অ) গুণগত পারস্পরিক সম্পর্ক আ) গুণগত অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক

ই) পরিমাণগত পারস্পরিক সম্পর্ক ঈ) পরিমাণগত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

সত্য হলে 'স', মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। কার্যকারণ তত্ত্বের আলোচনায় আধুনিক দার্শনিকের মধ্যে কান্ট উল্লেখযোগ্য।

২। কার্যকারণ সম্পর্কীয় আধুনিক মত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৩। কার্যকারণ তত্ত্ব সম্পর্কে হোয়াইটহেড হিউমের মতবাদে বিশ্বাসী।

৪। আলেকজান্ডারের মতে, বস্তুর গতিয়মান অবস্থাই হলো কারণ।

সঠিক উত্তর

১। (আ) আলেকজান্ডার ২। (অ) হোয়াইটহেড, আলেকজান্ডার, রাসেল, ব্রাডলি

৩। (ঈ) বস্তুগত ৪। ই) পরিমাণগত পারস্পরিক সম্পর্ক

১। মি ২। স ৩। মি ৪। স